কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

কর্মকালীন নানারকম দুর্ঘটনা যেমন : মই থেকে পিছলে পড়ে হাড় ভাঙা, রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পোড়া, বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটতে পারে।

এই পুস্তিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন :

- কেন ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধ
- জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি
- দুর্ঘটনা তদন্ত ও প্রতিবেদন দাখিল
- চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ
- জখমপ্রাপ্ত শ্রমিকের/কর্মীর পুনর্বাসন

এই পুস্তিকাটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কিট-এর অন্তর্গত।

ক) বর্তমান পুস্তিকাটির কাজের ক্ষেত্র

বর্তমান পুস্তিকাটি কর্মকালীন দুর্ঘটনা যেমন : আঘাত, অক্ষমতা বা মৃত্যু যা কর্ম থেকে উৎসারিত। উদাহরণ হিসেবে মই থেকে পিছলে পড়ে হাড় ভাঙা, রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পোড়া, বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। পুস্তিকাটির অধ্যায়সমূহ দুর্ঘটনার ধরনভেদে নিম্নোক্তভাবে সাজানো হয়েছে :

বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার পূর্বে, ব্যবস্থা গ্রহণ কেন উপকারী সে বিষয়ে এই পুস্তিকায় আলোকপাত করা হয়েছে

খ) কেন ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি

- কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা উৎপত্তি স্থলেই দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করে।
- জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর ফলে দুর্ঘটনার সময় দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। (সংকেত, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবস্থাপনা) জীবন বাঁচাতে বা আঘাত বা অসুস্থতার মাত্রা কমিয়ে আনতে পারে।

- দুর্ঘটনা বা বিপজ্জনক ঘটনা থেকে শেখার জন্য বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রাপ্ত শিক্ষা অনুরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- একটি সুলিখিত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করতে না পারলে নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

১) দুর্ঘটনা প্রতিরোধ

দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, বর্তমান পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়নি যেমন এই সিরিজের অন্যান্য পুস্তিকাসমূহ - "কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা", "ঝুঁকি মূল্যায়ন", "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় উত্থাপন ও সমাধান"-এ বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২) জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি

পুস্তিকায় "জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি" বলতে দুর্ঘটনাসহ জরুরি অবস্থায় যে সকল অবকাঠামোগত বা পদ্ধতিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার সেসবকে বোঝানো হয়েছে। এই পুস্তিকায় প্রাথমিক চিকিৎসা দল গঠন, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, প্রাথ মিক চিকিৎসা কক্ষ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে তাদের গুরুত্বের কারণে, জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি নিম্নলিখিত দিকসমূহে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় :

- ফার্স্ট এইড অফিসারকে আগেই নিয়োগ এবং আগাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জরুরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে অবশ্যই দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ উল্লেখ থাকতে হবে [বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-চতুর্থ তফসিল, ৫ (গ)]

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কে দুর্ঘটনাস্থল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, কে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় পরিকল্পনা করবেন তা নির্ধারিত থাকবে। (দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রচলিত দিকসমূহ জানার জন্য জন্য অধ্যায় 'গ' দেখুন)।

- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কখন ও কীভাবে দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে তা আগাম জানতে হবে।
- সেইফটি কমিটি সদস্যদের সহযোগী যন্ত্রের ব্যবহারসহ (উদাহরণ : ক্যামেরা) কীভাবে দুর্ঘটনা প্রতিবেদন করতে হয় তা আগাম প্রশিক্ষণ দিতে হবে (দুর্ঘটনা বিষয়ক তদন্ত সম্পর্কে প্রচলিত দিকসমূহ জানার জন্য জন্য অধ্যায় 'ঘ' দেখুন)।

গ) প্রতিক্রিয়া ও তথ্য : জখমের ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহ

১. জখম

প্রত্যেক দুর্ঘটনা, হঠাৎ অসুস্থতা বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি তদারককারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

সম্ভব হলে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮৬)

২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসক/চিকিৎসকবৃন্দ আহত শ্রমিকদের সেবা প্রদান করবেন

প্রাথমিক সেবা প্রক্রিয়া মোতাবেক (নিরাপদ স্থান তৈরি, অচেতন রোগীকে অগ্রাধিকার ইত্যাদি)

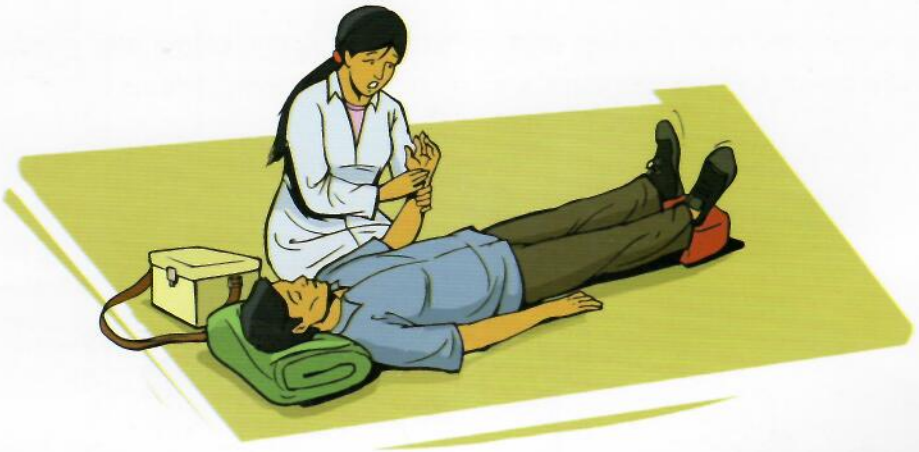

৩. প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান

- প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক বা সেবিকা কর্তৃক সহায়তা।
- প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান/ হাসপাতালে প্রেরণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- প্রদত্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ।

৪. গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস) সাথে সহায়তা ও সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৬৯ মোতাবেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে জানানো বাধ্যতামূলক।

যোগাযোগ : ফোন, মোবাইল ফোন, বার্তা বা ফ্যাক্সের মাধ্যমেও হতে পারে। যোগাযোগ তাৎক্ষণিক হতে হবে এবং ফরম-২৭ দুই দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

মৃত্যু বা মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই থানা বা শিল্প পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

সূত্র : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮০; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৬৯,৭২।

৫. দুর্ঘটনা স্থল সংরক্ষণ ও প্রবেশগম্যতা সীমিতকরণ

দুর্ঘটনাস্থলে যেখানে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেখানে কোনো কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না যদি না আরো ক্ষতি এড়ানোর জন্য কোনো কিছু হস্তান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। যন্ত্রপাতি, কোনো বস্তু বা দুর্ঘটনা বা মারাত্মক আঘাতের সাথে সম্পর্কিত কোনো পদার্থ সরাবেন না, যন্ত্রপাতি মেরামত করবেন না; ততক্ষণ অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না পরিদর্শক উক্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বা তিন দিন অতিবাহিত হয়।

লোকজন বা ভিড় এড়ানোর জন্য বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখুন। লোকজন উদ্ধার, অন্যান্য কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা এবং মালামালের ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অধীনে হতে হবে। (বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭২)

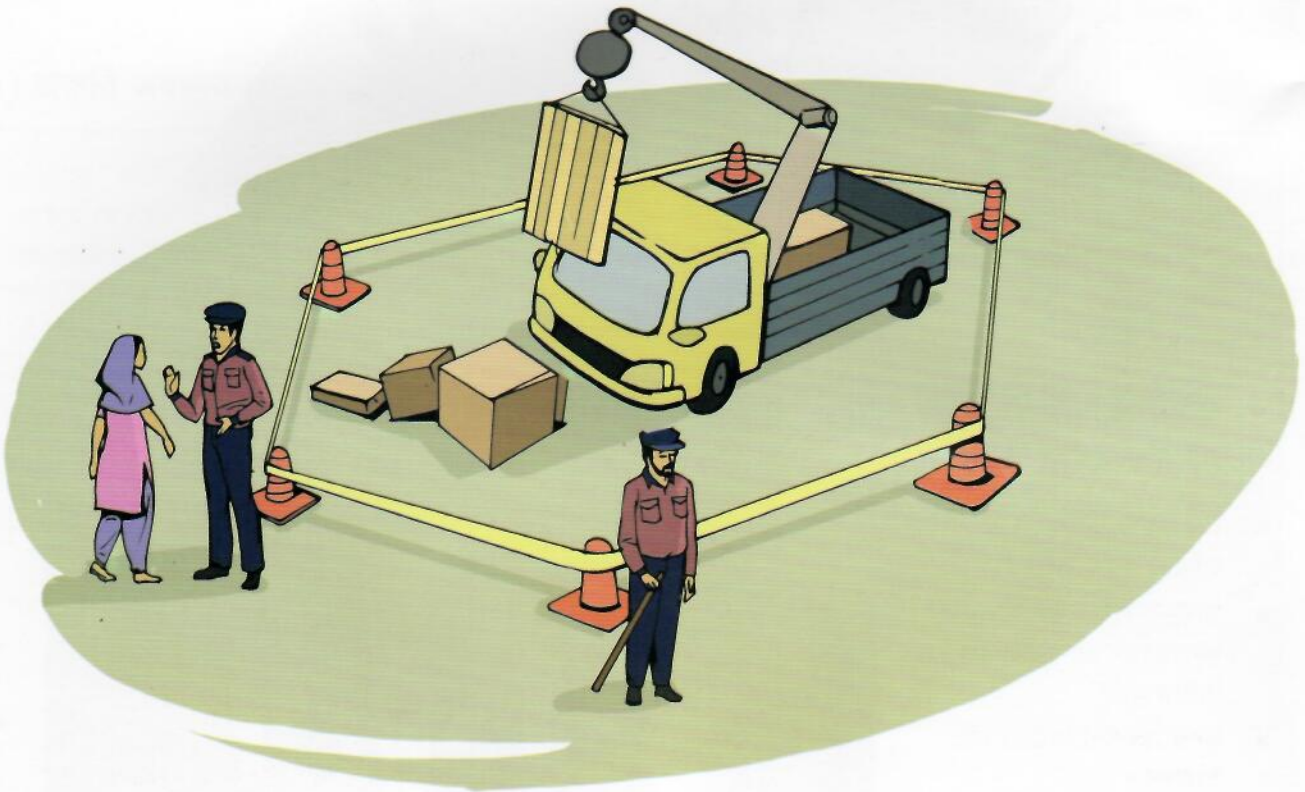

৬. প্রতিষ্ঠানের কর্মী দ্বারা দুর্ঘটনার তদন্ত অবশ্যই করতে হবে

- অনতিবিলম্বে সেইফটি কমিটি'র সদস্যদের মধ্য থেকে ও অতিরিক্ত অন্যান্য লোকজন নিয়ে দুর্ঘটনা তদন্ত দল গঠন করতে হবে।
- সরকারি সংস্থার তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব নিলে তাদের হাতে কর্তৃত্ব স্থানান্তর করতে হবে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮৩; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭২)
- তদন্ত যথা শীঘ্র সময়ে শুরু করতে হবে।
- দুর্ঘটনা তদন্ত অধ্যায় (ঘ), দুর্ঘটনা তদন্তের নিচে।

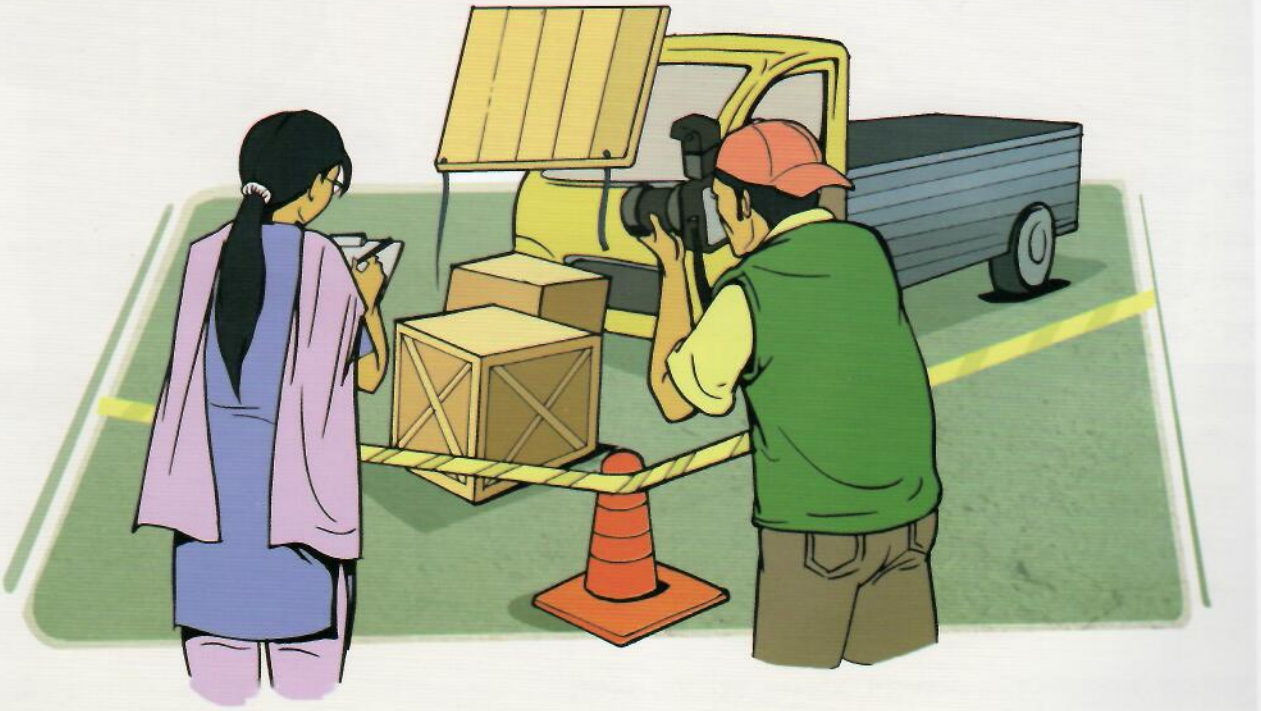

৭. রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা শ্রমিক/কর্মীকে অবশ্যই চিকিৎসা প্রদান করতে হবে

- পেশাগত রোগে বা কর্মকালীন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিক বা কর্মচারীকে মালিকের নিজ খরচে ও দায়িত্বে উক্ত রোগ, আঘাত বা অসুস্থতা উপযুক্ত বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করবে [বিএলএ, ধারা-৮৯ (৭)]

৮. কোম্পানির রেজিস্টারে দুর্ঘটনা নথিভুক্তকরণ

- দুর্ঘটনা ও বিপদজ্জনক ঘটনা নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক।
- এ কাজে ফরম-২৮ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮০ (২) ও ৮১; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭৩)

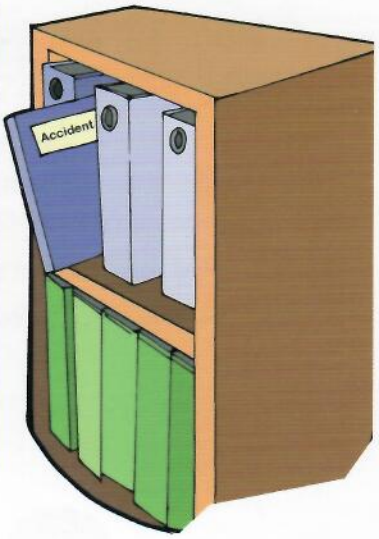

৯. পরির্দশককে অবহিতকরণ

এছাড়াও তাৎক্ষণিক অবহিতকরণের ক্ষেত্রে (নির্দেশনা-৪), কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবশ্যই মহাপরিদর্শক, জেলা প্রশাসক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শককে (সঠিক ফরম ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনার ধরনের উপর ভিত্তি করে)।

সূত্র : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা- ৮০ ও ৮১; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি- ৬৯-৭১।

দুর্ঘটনার ধরন	সময়সীমা	ফরম
দুর্ঘটনার ফলে- -মৃত্যু বা -মারাত্মক শারিরীক আঘাত (যার ফলে বিশ বা তার বেশিদিন অনুপস্থিতি ঘটে)	দুই দিন	২৭
দুর্ঘটনা যার ফলে সামান্য শারীরিক আঘাত (যার ফলে বিশ বা তার বেশিদিন অনুপস্থিতি ঘটে না)	সাত দিন	২৭
মারাত্মক বিপদজ্জনক ঘটনা (বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, মেশিন)	তিন দিন	২৭ বি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অবশ্যই অনুসন্ধান/তদন্ত করবে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮৩) মারাত্মক দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত না করলে শাস্তি হতে পারে।

১০. কোম্পানি কর্মীদের তথ্য

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনার কারণ এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করবে।

১১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

শ্রম পরিদর্শনের অভ্যন্তরীণ তদন্ত/নির্দেশনার ফলাফলের ভিত্তিতে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮৫, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭২)

সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। পরবর্তী অধ্যায় (ঘ) দেখুন।

- বিশেষ পরিস্থিতিতে আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান। নিচের (ঙ) অধ্যায় দেখুন।
- দুর্ঘটনা রেজিস্টারের এক কপি দাখিল :

  কারখানার দুর্ঘটনা রেজিস্টারের (৮ নং নির্দেশ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জুন মাস শেষের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে এবং ডিসেম্বর শেষে দাখিল করতে হবে। (বিএলআর, বিধি-৭৩)
- শ্রমিকদের অবশ্যই পুনরায় কাজে ফেরার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। (পুনর্বাসন) পরবর্তী আলাদা (চ) অধ্যায় দেখুন।

ঘ) দুর্ঘটনা তদন্ত ও প্রতিবেদন দাখিল

১. তদন্ত কখন প্রয়োজন?

উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, ছোট বড় সকল দুর্ঘটনায় কোম্পানি কর্তৃক তদন্ত করাতে হবে। অল্পের জন্য সংঘটিত হয়নি এমন দুর্ঘটনার তদন্ত আরো একটি গুরুতর দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে এবং যদি কোনো জখমের ঘটনা নাও ঘটে সে ক্ষেত্রেও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গুরুতর বা মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আরো প্রথাগত তদন্ত হতে হবে (নিচের প্রশ্নটি দেখুন)

তদন্তকাজ যতটা সম্ভব দ্রুততম সময়ে শুরু করতে হবে, এর ফলে তদন্তকারী দল দুর্ঘটনার সময়ে অবস্থা যেমন ছিল তা পর্যবেক্ষণ সহজে করতে পারবে এবং ঘটনার সাক্ষীদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। তদন্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা উচিত।

২. কখন স্বতন্ত্র দুর্ঘটনা প্রতিবেদন দরকার?

- গুরুতর বা মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে।
- অন্যান্য ক্ষেত্রে, কোম্পানির রেজিস্টার সংরক্ষণই যথেষ্ট। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ৬৯ (৩),৭৩।

৩. কে তদন্ত করবে?

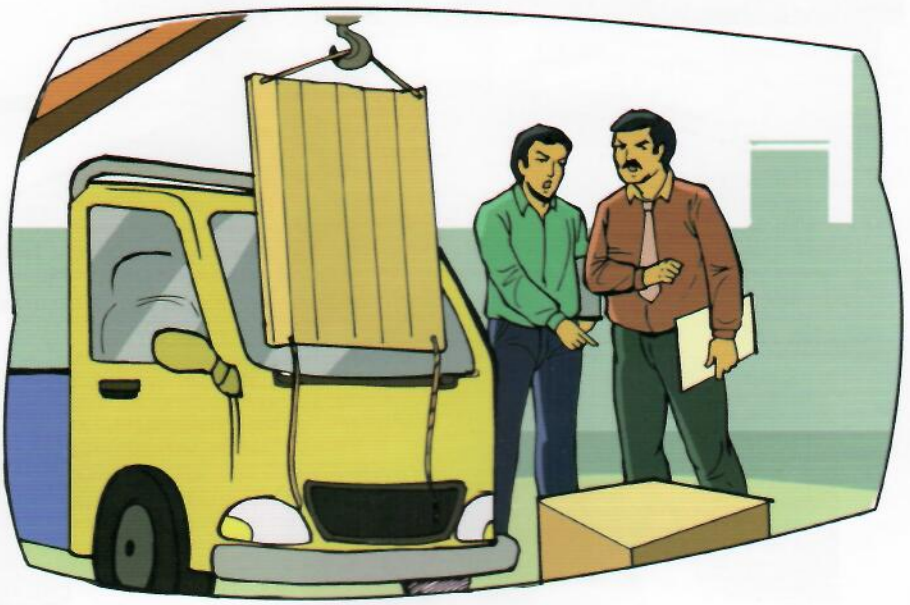

- সেইফটি কমিটি'র সদস্যদের একটি দল তদন্ত পরিচালনা করতে নিযুক্ত করা আবশ্যক। দলের সন্নিবেশ নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকে (উদাহরণ : যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে স্থানের তদারককারী তদন্তকারী দলের সদস্য হতে পারেন অথবা ঘটনার একজন সাক্ষীর সাক্ষাৎকার নেয়া হতে পারে)। সেইফটি কমিটি'র দলে সদস্য হিসেবে শ্রমিক প্রতিনিধিদের / ইউনিয়ন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।
- তদন্ত দলকে দুর্ঘটনার উপর আগাম প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন (উদাহরণ : নিরাপত্তা কর্মকর্তা, বাইরের প্রতিষ্ঠান দ্বারা)। প্রতিটি সদস্যকে বর্তমান পুস্তিকার একটি কপি গ্রহণ করা উচিত।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা চতুর্থ তফসিল ২ খ ,পাঁচ জ- ঞ, চতুর্থ তফসিল ১৩।

৪. তদন্তের পরিধি কী?

- তদন্তের লক্ষ্য হলো খুঁজে বের করা-
  - কী ঘটেছিল (ঘটনাক্রম)
  - কেন ঘটেছিলো (কারণ বিশ্লেষণ)
  - পুনরায় ঘটনা প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা (কোম্পানির তদন্তের উদ্দেশ্য দোষ/দায় নির্ধারণ)

৫. তদন্তের উপাদান

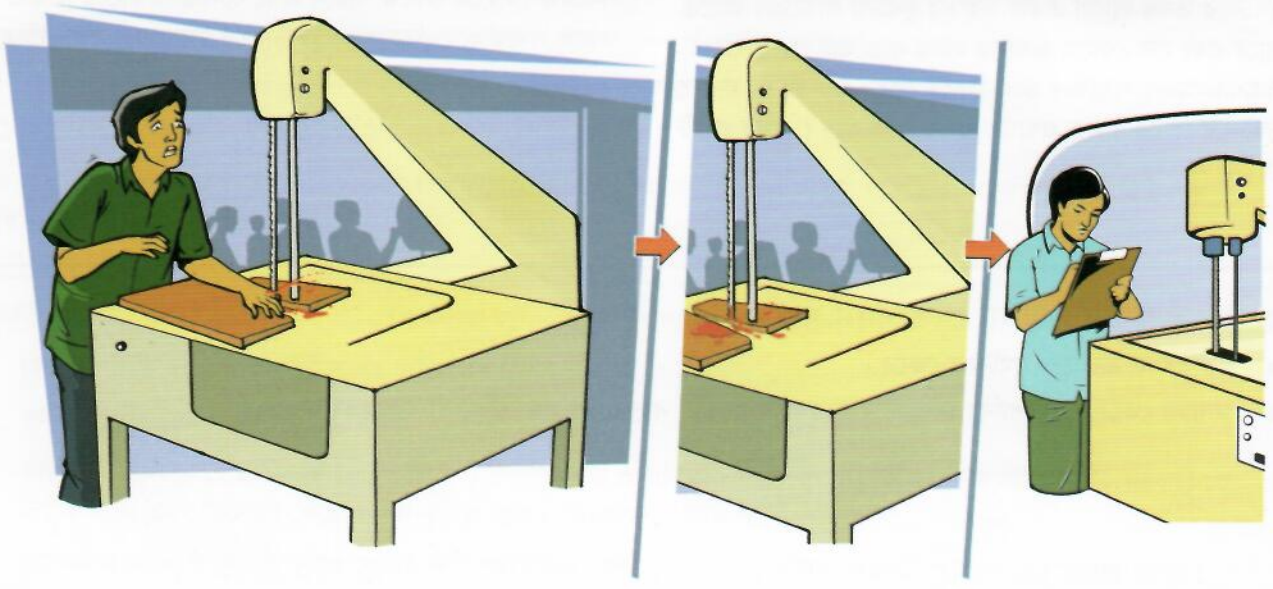

৫.১ দুর্ঘটনার প্রমাণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডিং

- আহত শ্রমিকদের অবস্থান
- ব্যবহৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি
- ব্যবহারের, বিস্ফোরণের, দাগ, লেবেল পদার্থ
- নিরাপত্তা ডিভাইস বা ব্যবহারের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (লকআউটসহ)
- মেশিনগার্ডের অবস্থানে
- ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জাম বা ধ্বংসাবশেষ
- গৃহব্যবস্থাপনা
- আবহাওয়ার অবস্থা
- আলোর মাত্রা
- শব্দের মাত্রা

৫.২ সাক্ষাৎকারসমূহ

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা আবশ্যক : কিছু ব্যক্তি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারে; অন্যান্য ব্যক্তি-কর্মী, মেশিন, পদার্থ, ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে।
- সাক্ষাৎকার যত শীঘ্রই সম্ভব গ্রহণ করা প্রয়োজন কারণ সময়ের সাথে সাথে মানুষ সেখানকার ঝুঁকি, চিন্তা এবং আবেগ, বিশ্বাস যা তাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন তা ভুলে যান বা বিকৃত করে ফেলেন।
- ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির অভিমত নেবার জন্য দলগত সাক্ষাৎকারের বদলে পৃথক সাক্ষাৎকার গ্রহণ উত্তম।
- যদি সম্ভব হয়, আক্রান্ত ব্যক্তি, সহ- শ্রমিক, সরাসরি তদারককারী, প্রশিক্ষণ বিভাগ, এইচআর ডিপার্টমেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসাকারী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।
- সাক্ষাৎকার বাস্তব কাজের পদ্ধতি নির্ধারণে সাহায্য করে, যা লিখিত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হতে পারে।
- সাক্ষাৎকার PPEs এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
- মূলতঃ শুনুন/ ব্যক্তিকে বলতে দিন; প্রধান প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন না (অর্থাৎ এমন প্রশ্ন যা তথ্য তদন্তকারী নিশ্চিত হবার জন্য খুঁজছেন)।
- বিবৃতি নোট করুন।
- অন্যান্য সম্ভাব্য সাক্ষীদের নাম জিজ্ঞাসা করুন।

৫.৩ দলিলাদি পর্যালোচনায়

তদন্ত দল রিভিউ কাজের নির্দেশাবলি (পাওয়া যায়?), রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড (করা? পরিকল্পনাতে?), লাইসেন্স/ অনুমতি (আছে? হালনাগাদকৃত?) ম্যাটেরিয়াল সেইফটি ডেটা শিট (পাওয়া যায়? অনূদিত? প্রদর্শিত হচ্ছে?), প্রশিক্ষণ উপাদান, প্রশিক্ষণ রেকর্ড (আহত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন?), লক্ষণ, পোস্টার, কাজ সময়সূচি (ওভারটাইম করছেন ব্যক্তি ছিল?), ঝুঁকি মূল্যায়ন (পরিচালিত?), ব্যক্তিগত রেকর্ডের (যেমন পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা?), গত দুর্ঘটনা প্রতিবেদন ইত্যাদি।

৫.৪ বিশ্লেষণ ও উপসংহার

তদন্ত দল আলোচনা এবং ঘটনার ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং একমত হবে। (ধাপে ধাপে ঘটনার ক্রম সম্পর্কে) দল আলোচনা করে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে একমত হবে। (উদাহরণ : ভুল কাজের পদ্ধতি, জ্ঞান/প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের অপ্রাপ্যতা, দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, যথাযথ তদারকির অভাব, পরীক্ষার অভাব)। তদন্তকারীদের কারণ হিসেবে খুঁজে বের করতে হবে এটি "মানব ত্রুটি" না "কর্মী অসতর্কতা"। এটা সর্বজনবিদিত যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ঝুঁকি গ্রহণকারী। এর মানে হলো এই যে একটি সঠিক OSH ব্যবস্থাপনা শুধু মানুষের আচরণের উপর নির্ভর করে না অধিকন্তু অতিরিক্ত স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ উপাদান ও তত্ত্বাবধানের উপরও নির্ভর করে, এমনকি যখন একজন কর্মী প্রয়োজনীয় কোনো কাজের নির্দেশ অমান্য করেছেন, এটা বের করা দুরূহ।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বা পদ্ধতিগত বা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার, মাসিক-ত্রৈমাসিক নিরীক্ষণ, নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যম। দুর্ঘটনার তদন্তের উদ্দেশ্য দুর্ঘটনার জন্য দোষ দেওয়া নয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।

তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো- দুর্ঘটনা পুনঃঘটন

প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের একটি তালিকা প্রস্তুত করা। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এ সুপারিশ তালিকায় মন্তব্য করার সুযোগ থাকা উচিত। জরুরি পদক্ষেপ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ বিশ্লেষণ এবং সংশোধনমূলক কর্মের উন্নয়নে আরও তথ্যের জন্য পুস্তিকা "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সমস্যা উত্থাপন ও সমাধান" দেখুন।

৫.৪.১ প্রতিবেদন লিখন ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর

প্রতিটি গুরুতর ও মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য প্রতিবেদন প্রয়োজন।

দুর্ঘটনার ধরন	সময়সীমা	প্রতিবেদন গ্রহীতা	ফরম
মারাত্মক দুর্ঘটনা (মৃত্যু)	৭ দিন (মৃত্যুর দিন থেকে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে)	শ্রম আদালত	ফরম ৪৯
মারাত্মক ও অন্যান্য গুরুতর দুর্ঘটনা	২ মাস (দুর্ঘটনার দিন থেকে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে)	উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়	ফরম ২৭ ক
			Source: BLA 159, BLR 69 (3), 141

যদি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন না প্রয়োজন হয়, কারখানা কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা রেজিস্টার হালনাগাদ করবে। (ফরম-২৮, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭৩)

৫.৪.২ দুর্ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়া

উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দুর্ঘটনার তদন্ত করতে হবে।

৫.৪.৩ সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত তদন্ত

শ্রম পরিদর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো আইনের বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না নির্ধারণ, নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ এবং একটি দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে গৃহীত ব্যবস্থাপনার নিশ্চিত করা (আইনানুগ)। শ্রম আদালতের দায়িত্ব দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণের অধিকার নির্ধারণ করা। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৮৩,১৫৮, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৭২, ১৪১)

ঙ) চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ

১. কখন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য

নিয়োগকর্তা মেডিকেল পরীক্ষা এবং কর্মজনিত দুর্ঘটনার জন্য চিকিৎসার খরচ বহন করবেন। (বাংলাদেশ শ্রম আইন ,ধারা-৮৯ (৭), ১৬০)

উপরন্তু, যদি আঘাতের ফলে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে ৩ দিনের বেশি কাজ করার সক্ষমতার ক্ষতি হয় তাহলে নিয়োগকর্তা কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। (বাংলাদেশ শ্রম আইন ,ধারা-১৫০) যেখানে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না-

- দুর্ঘটনা তার (মালিকের)/তার কাজের সময় সংঘটিত হয়নি।
- আঘাতের ফলে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে ৩ দিনের বেশি কাজ করার সক্ষমতার ক্ষতি হয় নি।
- কর্মী মাদক বা অ্যালকোহলের প্রভাব অধীনে ছিল।
- কাজের নির্দেশাবলি বা মৌখিক নির্দেশনাবলি অনুসরণ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে।
- সেইফটি গার্ড খুলে ফেলা হয়েছে।

২. চুক্তি

শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটি চুক্তি করতে পারেন। বিধিমালা ফরম -৫০ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক। যে চুক্তি দ্বারা শ্রমিক তার ক্ষতিপূরণ দাবী ত্যাগ বা হ্রাস করতে পারে তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-১৬৫, ১৭০ বিএলআর বিধি-১৪৭)

৩. শ্রম আদালতে মামলা দায়ের বিষয়ক

নিয়োগকর্তা, নিজেই দায়ী বিবেচিত না হলে বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণের সময়কাল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, কর্মী এবং নিয়োগকর্তা একমত না হলে তারা শ্রম আদালতে মামলা (ফরম ৪৮ ব্যবহার করে) করতে পারেন: (শ্রম আইন ধারা-১৬৬ (চ) বিএলআর, বিধি-১৩৯ এবং ১৪৬ (ষষ্ঠ তফসিলসহ) আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা দেখুন। শ্রমিক ইউনিয়ন/শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমর্থনের জন্য ফরম পূরণের অনুরোধ করতে পারবেন।

শ্রমিক যদি শ্রম আদালতে যেতে পছন্দ করে, সেক্ষেত্রে শ্রমিক দুর্ঘটনা থেকে ২ বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-১৫৭) আদালত নিয়োগকর্তার কাছ থেকে দুর্ঘটনার রিপোর্ট সেইসাথে আরও তথ্য জিজ্ঞেস করতে পারেন। অতিরিক্ত তথ্য : ধারা-১৫০-১৭৪, বাংলাদেশ শ্রম আইন, বিধি- ১৩৪-১৬৬ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা দেখুন।

চ) আহত শ্রমিকের/কর্মীর পুনর্বাসন

পুনর্বাসনের লক্ষ্য হলো আহত শ্রমিককে নিরাপদ এবং অর্থপূর্ণ কাজে ফিরিয়ে আনা। যারা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে তাদের জন্য এ ব্যবস্থা খুব উপযোগী। নিয়োগকর্তার জন্যও এটি ভালো, এর ফলে তিনি নতুন কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যয় এড়াতে পারেন এবং অন্যান্য কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে দেখাতে পারেন যা কর্মক্ষেত্রে ভালো মনোবল বজায় রাখার জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

১. কর্মী শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতির সময়ে

- পুনরুদ্ধার ও পুনরায় কাজে ফেরত আসা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য কোম্পানির একজন উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা উচিত (নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখা); দুর্ঘটনাভেদে সরাসরি তদারককারী একই ব্যক্তি হতেও পারেন বা নাও পারেন।
- একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা কর্মীকে নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। যদি উক্ত পুরুষ/মহিলা কর্মী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে

অস্বীকৃতি জানান সেক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হতে পারে। চিকিৎসক উক্ত শ্রমিক কী কাজ করতে পারবে বা পারবে না তা নির্ধারণ করবেন।

- চিকিৎসকের সম্মতি ছাড়া উক্ত কর্মীর কাজে ফেরা উচিত হবে না।
- আহত শ্রমিকের তদারককারীকে উক্ত শ্রমিকের কাজে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পুনর্বাসন বিষয়ে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে।
- সম্ভব হলে কর্মী প্রাক-আঘাত সময়ের কাজে ফিরে আসবে। এক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা এবং কর্মক্ষেত্রে নকশা সমন্বয়ের দরকার (উদাহরণ : শারীরিক উপকরণ) হতে পারে। দায়িত্ব আংশিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হতে পারে।
- জখম পরবর্তী সময়ে কাজে ফেরা সম্ভব নয় এমনও ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্য উপযুক্ত বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে)
- এইসব ভিন্ন পরিস্থিতিতে, প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে। কাজের ফিরতি পরিকল্পনা সম্পর্কে আহত শ্রমিক, এইচআর ও সহকর্মীদের মধ্যে সমঝোতা হতে হবে।

২. কর্মীর কাজে ফেরার পর

- আহত কর্মী/শ্রমিকের সহকর্মীদের পরিবর্তিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- স্বতন্ত্র ও নতুন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়মিত সভা আয়োজন করা/আহত কর্মীর কাজে ফিরে আসার জন্য কয়েক মাসের অব্যাহত সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময় পর, উক্ত কর্মীর কর্মক্ষমতা আবার বৃদ্ধি হতে পারে (উদাহরণ : আঘাতপ্রাপ্তির আগের চেয়ে পরের কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি, রূপান্তরিত কাজ)। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সম্মতি প্রয়োজন।

আরো তথ্যের জন্য

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫
- পুস্তিকা "কারখানা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা"
- পুস্তিকা "সেইফটি কমিটি"
- পুস্তিকা "ঝুঁকি মূল্যায়ন"

স্বীকারোক্তি

এই তথ্যকণিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে তাদের অধিকার ও আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করার জন্য। এটা কোনো অবস্থাতেই আইনের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগযোগ্য নয় বরং আইনে উল্লেখিত বিধিবিধানই সকলের জন্য মানা বাধ্যতামূলক।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

International Labour Organization